দৈনিক খবর

১০৮

তারিখ ...24 MAY 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম .. 2 ...

ক্যাম্পাসে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ
আহত ৫০ ।। গ্রেফতার ৪

।। ষ্টাফরিপোর্টার ।।

কার্জন হলে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী আব্দুস সালামকে ডক্টর অব সায়েন্স প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ সমাবর্তনে চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার আগমনকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভরত ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে গতকাল রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এতে অর্ধশতাধিক আহত হয় ও চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শিক্ষা ভবন, হাইকোর্টের মাজার, দোয়েল চত্বর, সায়েন্স এনেক্স ভবন, বাংলা একাডেমী ও টিএসসি এলাকায় পুলিশ বেষ্টনীর মাধ্যমে সকাল থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত পুরো এলাকায় যেন অঘোষিত কারফিউ ছিল। এ সময় সাধারণ পথচারী যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। জানা গেছে, পুলিশ, বিডিআর, আর্মস ব্যাটেলিয়নসহ প্রায় দু'সহস্রাধিক নিরাপত্তা কর্মী এ কাজে মোতায়েন ছিল। সকাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের চতুর্পার্শ্বে সতর্ক প্রহরা বসানো হয়। সকাল ১০টার দিকে প্রধানমন্ত্রী সমাবর্তন স্থলে আসেন। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (মে-ই) পূর্ব নির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী সকাল সাড়ে ১০টায় টিএসসি'র সড়ক দ্বীপে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। এতে ছাত্রলীগ সভাপতি মঈনুদ্দীন হাসান, সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহিম, পংকজ নাথ বক্তব্য রাখেন। 'ডাস'-এর ভেতর দিয়ে শহীদ মিনার হয়ে দোয়েল চত্বরে এগুতে থাকলে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেসিয়াম ও সায়েন্স এনেক্স ভবনের মাঝামাঝি গতিরোধ করে। এখানে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ মুখে কালো কাপড় ও ১০ দফা সম্বলিত প্লাকার্ড ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং জমায়েত এর উদ্যোগ নিলে পুলিশ-

শেষ পৃষ্ঠায় ৫ম কলামে

ক্যাম্পাসে ছাত্র-পুলিশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিডিআর অতর্কিতে লাঠিচার্জ আরম্ভ করে। এ সময় একটি বোমা বিস্ফোরণের শব্দ হয়। বেপরোয়া লাঠিচার্জের মুখে বিক্ষোভরত ছাত্ররা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে পুলিশ পার্শ্ববর্তী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ও বিভিন্ন ভবনে ঢুকে পড়ে। তাদের নির্বিচার লাঠিচার্জের হাত থেকে ডাক্তার, কর্মচারী ও সাধারণ রোগীরাও রেহাই পায়নি। পৌনে এগারটা হতে পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে থেমে থেমে ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া, ইট-পাটকেল নিক্ষেপ চলে। তা দুপুর দেড়টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ সময় প্রায় ২০টি হাত বোমা বিস্ফোরণ ও শতাধিক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া হয়। সকাল সোয়া এগারটার দিকে ঢাকা মেডিকেল ক্যাম্পাসের অভ্যন্তর থেকে প্রায় শতাধিক পুলিশকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়। সকাল ১১টা ২০ মিনিটে মেডিকেল কলেজের সামনাসামনি টার্নিং পয়েন্টে বিক্ষোভরত ছাত্রদের জড়ো করে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি কে এইচ এম লিজু বক্তব্য রাখছিলেন। হঠাৎ পুলিশ আবারো বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে। ঘটনাস্থলে ছাত্রলীগ নেতা মাহবুবুল হক শাকিল, খিজির হায়াত লিজু, পংকজ নাথ, আব্দুর রহমান বাবলা, সোহেল সানী, বদিউল আলম, সুমেন্দু বৈদ্য, টিটু বিপ্লব, রোমেল, মশিউরসহ অর্ধশতাধিক ছাত্রলীগ নেতাকর্মী গুরুতর আহত হয়েছে। এছাড়া দাঙ্গা পুলিশের এসি মারুফ হাসান, হাবিলদার মোহাম্মদ শামসুল হক, পুলিশ কনস্টেবল কবির হোসেনসহ প্রায় ১০ জন পুলিশ গুরুতর আহতহয়েছে।

পুলিশ আহত অবস্থায় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা জাহাঙ্গীর কবির কামাল ও হামিদ, মুজিব এবং বুয়েটের রূপমকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে যায়।

আহতদের মধ্যে ঢাকা মেডিকেলের কর্মচারী আব্দুল খালেক (৩৪), আব্দুর রহমান বাবলা (২৩), বদিউল আলম (২৩), মাহবুবুল শামীম (২৫), সেলিম সোহেল (২৩), শাকিল (২৬), ওয়াহেদুজ্জামান (২৪), তসিমউদ্দীন (২৪), আহমেদুল হক (২৫), প্রদীপ (২৭) রয়েছেন।

পুলিশের তাড়া খেয়ে ড্রেনের মধ্যে কাদামাখর অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্সের শেষ পর্বের ছাত্র আলমকে গ্রেফতার করে বলে জানা গেছে। সকাল সাড়ে এগারটার সময় দোয়েল চত্বরের দিকে বিকট আওয়াজ তুলে রায়টকার কমান্ডো ভেহিকেল (ঢাকা ভ-[illegible]৪৫) শহীদ মিনারের দিকে এগুতে থাকলে বিক্ষোভরত ও পুনরায় সংঘবদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। অবস্থানরত দাঙ্গা পুলিশও সাথে সাথে বিক্ষোভকারীদের ওপর কাঁদানে গ্যাস, লাঠিচার্জ ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। এতে ছাত্রলীগ সভাপতি মঈনুদ্দীন হাসান চৌধুরী, অজয়কর খোকন, জিয়াউল হক শামীম আহত হয়।

পৌনে ১টার দিকে পুলিশ শহীদ মিনার ও মেডিকেল এনেক্স ভবন এলাকা থেকে সরে যায়। আর বিক্ষোভরত ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা টিএসসি হয়ে উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করে এবং সমাবেশকরে।

এতে ছাত্রলীগ সভাপতি মঈনুদ্দীন হাসান চৌধুরী পুলিশের ন্যক্কারজনক হামলা ও উপাচার্যের নির্লজ্জ ভূমিকার সমালোচনা করে বলেন, আমরা বিজ্ঞানী সালামকে স্বাগত জানাই। কিন্তু ছাত্র সমাজের ১০ দফার সাথে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে ধিক্কার জানাই। তিনি বলেন, পুলিশী নির্যাতন, অত্যাচার চালিয়ে ছাত্রলীগের আন্দোলন স্তব্ধ করা যাবে না। উপাচার্যের পক্ষপাতপুষ্ট আচরণের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ছাত্রদের আকাঙ্খাকে পদদলিত করে বিএনপি